৪নং অভিযোগ যথা কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আপিল বিভাগ এ অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন আব্দুল কাদের মোল্লাকে। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা ট্রাইব্যুনালের দেয়া খালাস রায় বহাল রেখেছেন।

৫নং অভিযোগ যথা মিরপুর আলুবদি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের রায়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রেখেছেন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগ থেকেও আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়ে লিখেছেন আব্দুল কাদের মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং এ গণহত্যায় কোনো সহযোগিতা করেছে এ মর্মে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। ট্রাইব্যুনাল ভুল করেছে এ সাজা দিয়ে।

৬নং অভিযোগ মিরপুরে হযরত আলী পরিবারের হত্যাকাণ্ডে ট্রাইব্যুনাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আব্দুল কাদের মোল্লাকে। আপিল বিভাগের রায়ে এ সাজা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা ট্রাইব্যুনালের এ রায় বহাল রাখেন।

রিভিউ আবেদন নিয়ে বাদানুবাদ

সংবিধানের ১০৫ ধারায় বলা হয়েছে 'সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলীর-সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপিল বিভাগের ঘোষিত কোন রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।' কিন্তু রিভিউ আবেদনের বিষয়ে শুনানিতে সরকার পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, ট্রাইব্যুনাল আইনে রিভিউ আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই। এটি একটি বিশেষ আইন এবং বিশেষ আদালত।

অপর দিকে আব্দুল কাদের মোল্লার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সংবিধানের ১০৫ ধারা অনুযায়ী রিভিউ আবেদন করা যাবে। তিনি বলেন, কাদের মোল্লাকে জেলকোডের বিধান মেনেই এতোদিন জেলে রাখা হয়েছে। দণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে জেলকোড কেন প্রয়োগ করা হবে না?

১১ ডিসেম্বর সকালে প্রধান বিচারপতি মো: মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চে শুরু হয় রিভিউ আবেদনের শুনানি। এ ছাড়া আসামিপক্ষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোরও আবেদন করে। রিভিউ আবেদন চলবে কি চলবে না, এ বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর শুনানি শেষে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করায় ফাঁসি স্থগিতাদেশও বহাল থাকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১২ ডিসেম্বর সকালে আবার শুরু হয় রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানি। শুনানি শেষে ১২টা ৭ মিনিটে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করেন আবেদন ডিসমিসড।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার দেশ জাতির উদ্দেশ্যে শেষ বক্তব্য
"শাহাদাতের রক্ত পিচ্ছিল পথ ধরে অবশ্যই ইসলামের বিজয় আসবে"

১২ ডিসেম্বর ২০১৩, সন্ধ্যার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের সদস্যরা আব্দুল কাদের মোল্লার সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বলেন, "আমার শাহাদাতের পর যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে আমার রক্তকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে লাগায়। কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যেন জনশক্তি নিয়োজিত না হয়। যারা আমার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে আমি তাদের শাহাদাত কবুলিয়াতের

জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।"

তিনি আরো বলেন, "আমি পূর্বেই বলেছি, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ সরকার আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আমি মজলুম। আমার অপরাধ আমি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছি। শুধুমাত্র এ কারণেই এ সরকার আমাকে হত্যা করছে। আমি আল্লাহ্, রাসূল ও কুরআন ও সুন্নাহ্তে বিশ্বাসী। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ মৃত্যু হবে শহীদি মৃত্যু। আর শহীদের স্থান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিলে এটা হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া। এর জন্য আমি গর্বিত।

আমি বিশ্বাস করি, জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আমাকে ১০ তারিখ রাতেই সরকার হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সেদিন আমার মৃত্যু নির্ধারণ করেননি। যেদিন আল্লাহর ফায়সালা হবে সেদিনই আমার মৃত্যু হবে। প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু আছে। আমাকেও মরতে হবে। শহীদি মৃত্যুর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কিছু নয়। আজীবন আমি সে মৃত্যু কামনা করেছি, আজও করছি।

আমার অনুরোধ, আমার শাহাদাতের পর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক বা প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এটাই আমার আহ্বান। আমি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছি, শাহাদাতের রক্তপিচ্ছিল পথ ধরে অবশ্যই ইসলামের বিজয় আসবে। আল্লাহ যাদেরকে সাহায্য করেন তাদেরকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ওরা আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চায়। আমি বিশ্বাস করি, আমার প্রতিফোঁটা রক্ত ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করবে এবং জালিম সরকারের পতন ডেকে আনবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আমার রক্তের বদলা নেয়।"

তিনি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি পরিবারের অভিভাবক ছিলাম। আমার পরে আল্লাহ্ আমার পরিবারের অভিভাবক হবেন। তুমি পরিবারকে দেখাশোনা করবে মাত্র। আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করি, তোমার এই দায়িত্ব পালন শেষ হওয়ার পরই যেন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন।"

আব্দুল কাদের মোল্লা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি সালাম জানান। তিনি আরো বলেন, "খবরে দেখেছি ১০ বছরের শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্তে ভাসছে দেশ। এই রক্তের বদলা অবশ্যই আল্লাহ দিবেন। আমি মোটেই বিচলিত নই। আমি দেশবাসীর দোয়া চাই। আমার জীবনের বিনিময়ে যেন ইসলামী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ হেফাজত করেন। মহান আল্লাহর কাছে এটাই আমার কামনা।"

নেই উদ্বেগ দুঃখ আর হতাশার ছাপ

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার মেয়ে আমাতুল্লাহ পারভীন ও আমাতুল্লাহ শারমিন কারাগারে শেষ সাক্ষাত নিয়ে স্মৃতিচারণ করে এক লেখায় বলেন, কনডেম সেলে কোন উদ্বেগ নেই, নেই প্রাণনাশের চিন্তা, চোখে মুখে নেই কোনো দুঃখ হতাশার ছাপ। কি প্রশান্তি মহান রবের সান্নিধ্যের প্রত্যাশায়! তার পরিবার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন ফাঁসির আদেশে অস্থির হয়ে পড়লো, তখন তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়।" কি দৃঢ় প্রত্যয়, কি অটুট মনোবল।